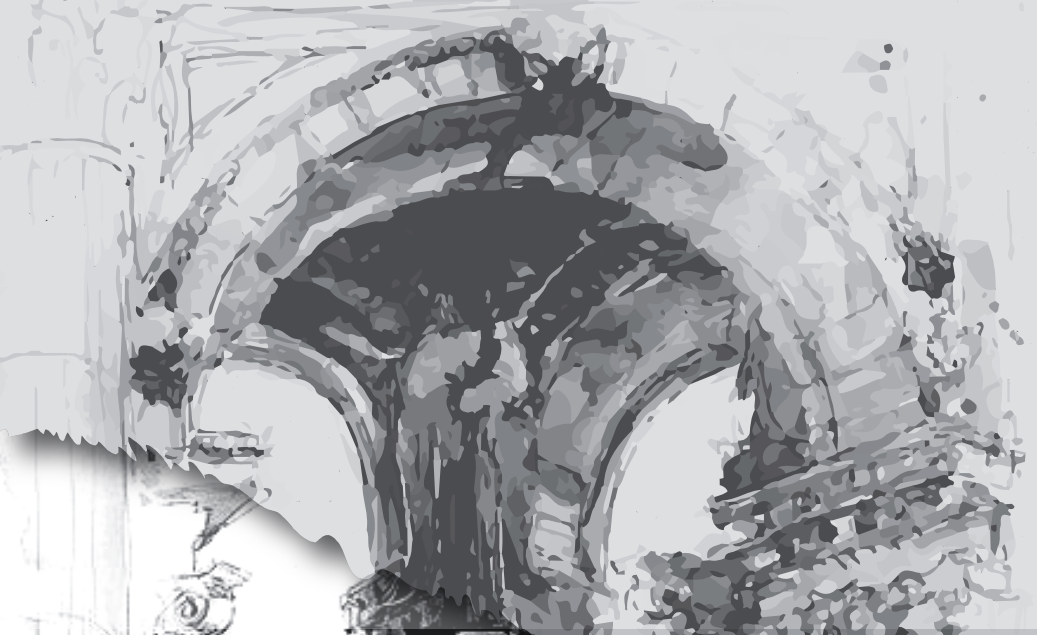

গল্পে আঁকা

মহীয়সী যয়নব

বিনতে আলী رضي الله عنها

ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী | ইসরা বিনতে ইয়াহইয়া

দারুল ফুরকান

গল্পে আঁকা

মহীয়সী যয়নব

বিনতে আলী رضي الله عنهما

ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী
ইসরা বিনতে ইয়াহইয়া

প্রকাশনায়

দারুল ফুরকান
বাংলাবাজার, ঢাকা।

দারুল ফুরকান

প্রথম প্রকাশ :	নভেম্বর, ২০২৪
প্রকাশক :	দারুল ফুরকান
স্বত্ব :	লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রচ্ছদ ও পৃষ্ঠাসজ্জা :	রাহাত মাহমুদ (বর্ণভূষণ)

উৎসর্গ

আপনি সাক্ষী।
অনেক কিছুর সাক্ষী।
আপনি দেখেছেন—
প্রিয়নবীকে নানা হিসাবে, নবী হিসাবে।
আপনি দেখেছেন—
ইসলামের রোদেলা দুপুর, বিজয়ধারায় ছাওয়া।
আপনি আরও দেখেছেন—
বীরত্বগাথা। বাবার বীরত্ব। ভাইয়ের বীরত্ব।
ছেলেদের বীরত্ব।
আপনি দেখেছেন—
সুখের ভেতরে শোকপ্লাবন। শোক যেনো
রুধিরধারায় নেমে গেছে কোনো এক লাল সাগরে।
আপনি শোক-জননী!
শোকে ভেসেছেন মায়ের মৃত্যুকালে।
আপনি ফুরাতের তীরে গিয়ে জীবনের শেষবেলায় কী
যে দেখেছেন—
রক্ত আর রক্ত! সব আপনার প্রিয়হারা রক্ত!
ছেলেদের রক্ত!

প্রিয় প্রিয় স্বজনের রক্ত!
আপনি বিপদ-সাক্ষী!
আপনি ঝড়-সাক্ষী!
আপনি কারবালার সাক্ষী!
বাবার মৃত্যু কী কষ্ট দিয়েছে আপনাকে!
প্রিয় হোসাইনের আলাদা মাথার সাথে পথ চলতে
হয়েছে আপনাকে, কী কষ্ট বুকে নিয়ে!
কী অশ্রুনদী সঙ্গে নিয়ে!
নিষ্ঠুর জালিমদের সাথে!
আর হোসাইনের নিশ্চিহ্ন প্রায় ধড়হীন দেহটা
পড়ে ছিলো—ওই পানিহীন মরু কারবালায়!
আপনার পৃথিবী অদ্ভুত এক শোক পৃথিবী!
হে মহীয়সী,
দুঃখিত আমি, অনেকেই আপনাকে জানে না!
আমি কী এমন জানাবো আপনার কথা—
এই ভাঙা কলমে?
তবু চললাম, চললাম!

লেখকের কথা

এক.

নবী দৌহিত্রী যয়নব। বিনতে ফাতেমা। বিনতে আলী। রাদিয়াল্লাহু আনহুম। তার কথা আরবীতে উঠে এলেও আমাদের বাংলাভাষায় নেই। একেবারেই নেই। অথচ তিনি যুগের সেরা মুফাসসির। মুহাদ্দিস। ফকিহ। ইবনে আব্বাস তার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন হাদীস। বলেছেন সম্মান দিয়ে—

> حدثتني عقيلتنا زينب بنت علي
>
> ...আমাদের (গোত্রের) অভিজত মহীয়সী যয়নব বিনতে আলী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন ...!

দুই.

বনু হাশেমের তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমতি নারী। ইসলামের সোনালি যুগের এক মহা সাক্ষী। তাকে সবাই জানে চেনে— عقيلة بني هاشِم নামে। একটু আগে যেমন আমরা লক্ষ করেছি ইবনে আব্বাস রাযি.-এর কথায়।

তিনি শোক-জননীও। শোকের এক পাহাড় মাথায় নিয়ে জীবনের অনেক পথ তাকে চলতে হয়েছে। চলতে চলতে ৬১ হিজরীতে কারবালায়ও তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন। নিজের চোখে দেখেছেন হক ও বাতিলের লড়াইয়ে হকের পথের সৈনিকদের রক্ত দান। আরও দেখেছেন বাতিলের আস্ফালন। অন্যায়সঙ্গত জয়জয়কার। হয়েছেন শোকে ভাসতে ভাসতে সে সবের নীরব সাক্ষী।

তিন.

এই বই রচনায় আমার পাশে ছিলো আমার মেয়ে ইসরা। বরং মহীয়সী যয়নবকে নিয়ে বই রচনার চিন্তাটা এসেছে আগে ওর মাথায়। দিনরাত নানান আরবী কিতাবে ডুব দিয়ে ও তুলে এনেছে অনেক মূল্যবান তথ্য উপাত্ত। তারপর তৈরি করেছে 'গ্রন্থ-পরিকল্পনা'। মূলত ওইটা সামনে নিয়েই আমি বসেছি যয়নব লিখতে। আমি ওর কুড়োনো তথ্যের ওপর নির্ভর করেই সামনে বাড়ার চেষ্টা করেছি। তার উপরই ধারা-বর্ণনার একটা জামা পরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। খুব প্রয়োজন না হলে তার জমা-করা এ-সব তথ্যে বিশেষ কোনো পরিবর্তন করি নি।

আল্লাহ ওর পাঠ-নিমগ্নতা ও ইলমী যওক আরও বাড়িয়ে দিন! মহীয়সী খাদিজা ও যয়নবের সত্যিকারের উত্তাধিকার দান করুন!

চার.

প্রিয় পাঠক,

বইটি রচিত হয়েছে আমাদের কিশোর কিশোরীদের সামনে রেখে, যারা হবে আগামী দিনের আবদুল্লাহ-যয়নব। যাদের জন্যে বিশেষভাবে আমাদের 'নারী-পৃথিবী' হাহাকার করছে। এই হাহাকার বন্ধ না হলে আদর্শ প্রজন্ম গড়ার কাজ আরও অনেক পিছিয়ে যাবে!

পাঁচ.

ভুল-ত্রুটি থেকে যেতেই পারে। বিজ্ঞ পাঠক-পাঠিকাদের নজরে পড়লে আমাদের নজরে আনার বিনীত অনুরোধ!

এবার তাহলে শুরু হোক সামনে পথচলা। আহলে বাইতের এই মহীয়সীর জীবন ও চিন্তাকে গভীরভাবে জানার বিশেষ অভিযান!

বইটি খুব আগ্রহ করে প্রকাশ করেছে .... । প্রকাশক ও প্রকাশনার জন্যে শুভ কামনা।

বিনীত

ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

পৃষ্ঠা নির্দেশিকা

জন্ম ও শৈশব	১০
পারিবারিক জীবন	১৭
দাম্পত্য জীবন	২৩
ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস	৩৭
কুফার ফেতনা ফেতনার কুফা	৪৪
হাসান ইবনে আলীর সঙ্গে	৫২
যয়নব যখন হোসাইনের সাথে	৬৬
হে কারবালা, এ কি নিষ্ঠুরতা বয়ে গেলো তোমার বুকে	১০৩
বিদায় কুফা দামেশকের পথে	১১২
মদীনায় বইলো বিরহের বাতাস	১১৭

জন্ম ও শৈশব

পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ হিজরী। ৬২৬/২৭ খ্রিষ্টাব্দ।

জুমাদাল উলা অথবা শাবান মাসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধীর অক্ষোয় প্রহর গুনছেন তাঁর তৃতীয় নাতির পৃথিবীতে আগমনের!

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু অস্থিরভাবে ছোটোছুটি করছেন। একই সাথে তিনি আনন্দিত এবং কিছুটা উদ্বিগ্নও। একবার ছুটে যাচ্ছেন মুসজিদে নববীতে, প্রিয় রাসূলের কাছে।

কিন্তু বেশিক্ষণ মন টেকে না ওখানে। আবার ফিরে আসেন গৃহে। ধাত্রীকে ডেকে জানতে চান—ভেতরের খবর কী! কী অবস্থা?

অবশেষে ঘনিয়ে এলো কাঙ্ক্ষিত সময়।

যাহরা (হযরত ফাতেমার উপাধি) একজন কন্যা সন্তান প্রসব করেছেন এই তো একটু আগে!

মুহূর্তেই এই সুসংবাদ পৌঁছে গেলো আল্লাহর নবীর কাছে। সুসংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছুটে এলেন মেয়ের গৃহে। তারপর প্রিয় নাতনিকে কোলে তুলে নিলেন। তাকে দেখে দেখে চোখ জুড়োলেন। তারপর নাম রাখলেন যয়নব। এই নামটা তাঁর কাছে প্রিয়। তাঁর বড়ো মেয়ের নামও ছিলো যয়নব।

বড়ো মেয়ে যয়নব কিছুদিন আগে আখেরাতের সফরে রওনা হয়ে গেছেন। পৃথিবীকে বিদায় জানিয়ে চলে গেছেন। প্রিয়নবী যেনো সেই শোক একটু ভুলতে চাইলেন। সেই যয়নবকে স্মরণে অমলিন রাখতে তাই বুঝি প্রিয় নাতনির নাম রাখলেন—যয়নব!

যয়নব পৃথিবীতে এসেই .. চোখ মেলেই সবার আগে দেখলেন মায়ের মুখ! জান্নাতনেত্রী মায়ের মুখ! আলোয় আলোয় ভরা! নূরে নূরে উজালা! সেই আলো ও নূরের ধারায় ভেসে গেলেন যয়নব! মায়ের নূরের পরশে হয়ে গেলেন আলোকিত! এরপর এলেন নূরনবী! তাঁর নূরের পরশে হয়ে গেলেন ধন্য!

যয়নবের রূপ-শোভা এসে জড়ো হয়েছে—মা ফাতেমা থেকে। বাবা আলী থেকে। নানা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে। নানী খাদিজা থেকে। যয়নব যেনো সব নূরের মোহনা! মিলনস্থল!

মুহূর্তেই এই সুসংবাদ ছড়িয়ে পড়লো পুরো মদীনায়। হযরত আলীর ঘনিষ্ঠজনেরা আসতে লাগলেন একের পর এক তাকে মোবারকবাদ জানাতে, অভিনন্দন জানাতে।

এলেন হযরত সালমান ফারসিও। কিন্তু প্রিয় বন্ধুকে মোবারকবাদ জানাতে এসে তিনি ভীষণ হোঁচট খেলেন। দেখলেন—হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু খুশিতে আত্মহারা হওয়ার বদলে ঝরঝর করে কাঁদছেন!

হযরত সালমান বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন—

-আবুল হাসান, কী ব্যাপার? প্রথম কন্যা সন্তানের বাবা হতে পেরে আপনি বুঝি খুশি হন নি! কাঁদছেন যে!

হযরত আলী অশ্রু চোখে উত্তর দিলেন—

-বিষয়টা আসলে এমন নয়! আমি জানতে পেরেছি যে, আমার এই মেয়ে ভবিষ্যতে কারবালার ময়দানে অনেক কষ্ট ও দুর্দশার শিকার হবে! সে দুঃখেই আমি কাঁদছি!

হ্যাঁ, এ জন্যেই কেঁদেছিলেন হযরত আলী।

নিজের অন্তরদৃষ্টির সাহায্যে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন তার সন্তানের সেই সুদূর ভবিষ্যত!

আরবের সবচেয়ে অভিজাত গোত্র হলো কুরাইশ গোত্র। এই কুরাইশের আবার রয়েছে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা, বংশ-উপবংশ। কুরাইশের সবচেয়ে অভিজাত বংশ হলো—হাশেমী খান্দান।

আচ্ছা বন্ধু,

যদি প্রশ্ন করা হয়, হাশেমী বংশের শ্রেষ্ঠ এবং অভিজাত পরিবার কোনটি?

তাহলে কী উত্তর দেবে তুমি? জানি না!

আমি উত্তরে বলবো—

হাশেমী বংশের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও অভিজাত পরিবার হলো—নবী পরিবার!

যে নবী-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন আমাদের এই মহীয়সী যয়নব!

এখন বুঝতেই পেরেছো, মহীয়সী যয়নব কে! কিন্তু তার পরিচয় যতোটুকু বলেছি, তা-ই শেষ নয়। তার পরিচয় আরও দীর্ঘ! আমি তাহলে কোনটা রেখে কোনটা বলবো?

খুব সংক্ষেপে যদি বলি তাহলে বলবো—

তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় কন্যা হযরত ফাতেমাতুয যাহরার মেয়ে।

সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী কিশোর—আলী ইবনে আবু তালিবের মেয়ে তিনি।

জান্নাতী যুবকদের সরদার—হযরত হাসান ও হযরত হোসাইনের আপন বোন তিনি।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাতনি তিনি।

উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা তার নানী।

আর তার দাদি কে, জানো?

তিনি কে ছিলেন?

তিনি আরেক মহীয়সী।

ইসলামের দুর্দিনের বন্ধু আবু তালিবের স্ত্রী।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচী—হযরত ফাতেমা বিনতে আসাদ। যিনি ছিলেন প্রিয়নবীর কাছে মায়ের মতোন।

কেননা, তার কিশোরবেলাটা কেটেছে তারই স্নেহ আদর ও মমতার ছায়ায়। শুধু তাই নয়, হযরত খাদিজার সাথে বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত তিনি ছিলেন এই চাচীজানের স্নেহের শীতল পরশে।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম সন্তান কাসেম ছিলেন তার মামা।

এতো যার ঘনিষ্ঠতা নবী খানদানের সাথে, তাকে নববী-উদ্যানের সুরভিত ফুল না বলে উপায় নেই!

হ্যাঁ, তিনিই যয়নব বিনতে আলী!

তিনিই ফাতেমাতুয যাহরার আদরের মেয়ে!

নবী নন্দিনী—রোকাইয়া উম্মে কুলসুম বড়ো যয়নব তার খালা!

মহীয়সী যয়নবের বংশ পরিচয়ের একটু ঝলক দেখলে?

এই বংশ পরিচয় জেনে নিশ্চিত তুমি বুঝতে পারবে—

তিনি বংশ কৌলিন্যে আরবের এক শ্রেষ্ঠ নারী।

বংশ আভিজাত্যে তিনি এক মহীরুহ।

উচ্চতায় যে বৃক্ষ ছুঁয়ে ফেলে আকাশের ওই সুদূর চাঁদ সিতারা!

এ কারণেই তিনি 'আকিলাতু বানি হাশিম'—عقيلة بني هاشم—'বনু হাশেমের অভিজত মহীয়সী' নামেই তিনি বেশি প্রসিদ্ধ! হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু যয়নবের সূত্রে কোনো হাদীস বর্ণনা করলে বলতেন—

> حدثتني عقيلتنا زينب بنت علي ...
>
> আমাদের (গোত্রের) অভিজত মহীয়সী যয়নব বিনতে আলী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন ...

যদি ভরা মজলিসে তার আসল নামটা উল্লেখ না করে শুধু 'আকিলা' বলা হতো, তাহলে সবাই বুঝে নিতেন—তিনি আর কেউ নন—যয়নব বিনতে আলী!

নানাজানের সান্নিধ্য পেয়েছেন পাঁচ অথবা ছয় বছর। ছয় বছর বয়সে এই আদর ও স্নেহ-মমতা হারিয়ে তিনি খুব কষ্ট পেয়েছেন!

অমন নানা আর কোথায় পাবেন তিনি?

অমন আদর আর কার আছে?

এমন মিষ্টি নানা আর কার আছে?

তখন তার বয়স মাত্র ছয় অথবা পাঁচ বছর। অর্থাৎ সবকিছু বোঝার বয়সে তিনি তখনও উপনীত হন নি। কিন্তু নানাজানের শোক তার মনে বুঝি দাগ কাটতে পারে নি। কেননা মা ছিলেন পাশে। ছিলেন বাবা। ছিলেন ভাইবোন হাসান হোসাইন ও উম্মে কুলসুম। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই মাকেও হারালেন যয়নব! প্রিয়নবীর ওফাতের ছয় মাস পরে! শোকে একেবারে পাথর হয়ে গেলেন ছোট্টো যয়নব!

মায়ের ইন্তেকালের সময় তিনি অনেকটাই বড়ো হয়ে গেছেন । বালিকা বয়সে উপনীত হয়েছেন। বুঝতে পারছিলেন—

তার মা নবী নন্দিনী ফাতেমা এ-চোখ আর মেলবেন না!

কোনোদিন আর তার ডাকে সাড়া দেবেন না!

কখনও আর তাকে 'যয়নব যয়নব!' বলে ডাকবেন না!

যয়নবের বয়স তখন কতো ছিলো?

মাত্র সাড়ে ছয় বা সাড়ে পাঁচ বছর!

এই বয়সটা সাধারণত খেলাধুলার বয়স ।

হেসে খেলে ছুটে বেড়োনোর বয়স।

সখীদের সাথে আনন্দে মেতে থাকার বয়স।

কিন্তু যয়নবের শৈশব অন্য দশটা বালিকার শৈশবের মতো ছিলো না। মাত্র সাড়ে পাঁচ বছর বয়সেই বড়ো দু-ভাই হাসান হোসাইন এবং ছোটো বোন উম্মে কুলসুমকে দেখাশোনার দায়িত্ব তাকে নিতে হয়েছিলো।

মৃত্যুর আগে মা তাকে কাছে ডেকে বলেছিলেন—

> يا زينب، كوني لإخويك اما بعد امهما!
>
> যয়নব, তোমার দুই ভাইয়ের জন্য তুমি হয়ে যেয়ো মা— তাদের মায়ের পরে আরেক মা!

মায়ের এই অসিয়ত যয়নব কখনও ভোলেন নি। মনে রেখেছিলেন সারা জীবন এবং চেষ্টা করেছিলেন—সব সময় এর ওপর আমল করতে। তাই খুব সচেতনভাবে তিনি এই দায়িত্ব পালন করে গেছেন। আদরে স্নেহে ভালোবাসায় তাদের আগলে আগলে রেখেছিলেন।

এই ভালোবাসাই কি তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলো—

সেই কারবালায়?

হোসাইনের সঙ্গে?

ইতিহাস পাঠে তাই মনে হয়!

কারবালার মহাসঙ্কটকালে তিনি ছিলেন তার পাশে!

আগা গোড়া!

সব দেখেছেন!

শহীদের মিছিল দেখেছেন!

তাদের লাল রক্তের সাথে জান্নাতের ছায়া দেখেছেন!

আর দেখেছেন একদল ক্ষমতালোভীর লোভের নাচন!

□□□□